দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 NOV 1986
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

উপজেলা পরিক্রমা

নাজিরপুর

॥ এস, এম, পারভেজ ॥

পিরোজপুর, ২২ নভেম্বর (সংবাদদাতা)।—"ধান-নদী-খাল এই তিনে বরিশাল।" প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের পূর্বে পিরোজপুর মহকুমা বরিশাল জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পিরোজপুরের ঘেসে রয়েছে বলেশ্বর ও কচাঁ নদী। ইলিশ মাছের জন্য এ নদী দু'টির বেশ সুনাম রয়েছে। এখানে রপ্তানী পণ্যের মধ্যে রয়েছে ধান, চাল, সুপারি ও নারকেল। এ সকল পণ্য রপ্তানী করে এলাকাবাসী মোটা মুনাফা লুটছে। এ জেলারই নামজাদা ও ইতিহাস খ্যাত মরহুম শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এ অঞ্চলকে তিনটি অংশে বিভক্ত করে এই নাম রেখেছিলেন "ধান-নদী-খাল এই তিনে বরিশাল"।

শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে এ উপজেলার ব্যাপক সুনাম রয়েছে। এখানে ১টি কলেজ, বহু প্রাইমারী ও মাদ্রাসা রয়েছে। এ সকল বিদ্যাপীঠ থেকে প্রতি বছর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী যথেষ্ট সুনামের মধ্যে এবং কৃতিত্বের সাথে পাস করে যাচ্ছে। এখানে আরো ১টি মহিলা কলেজ নির্মিত হলে উপজেলাবাসী যথেষ্ট উপকৃত হতো। উপজেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী, তাদের কলেজটি সরকারীকরণ করা হোক। প্রাইমারী, হাইস্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে আসবাবপত্রের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

যোগাযোগ

নাজিরপুর উপজেলার সড়ক ব্যবস্থা অনুন্নত বলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। এ রাস্তাটি এতই অপ্রসস্ত যে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ফলে, অনেক সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা-ঘাট পারাপার হতে হয়। রাস্তার অনেক স্থানে বড় বড় নর্দমার সৃষ্টির ফলে প্রতিদিনই ছোট ছোট দুর্ঘটনা লেগেই আছে। এ ছাড়া ব্রীজগুলোও আংশিক ভেঙ্গে যাবার ফলে পথ চলা রীতিমত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

উপজেলার সর্বত্র বিদ্যুৎ এখনও পৌঁছেনি। গ্রামাঞ্চলের পল্লী বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের অভাবে জনগণ অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

এ উপজেলার স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে চরম অনিয়ম বিরাজ করছে। এখানে অসহায় ও মুমূর্ষ রোগীকে ঠিকমত চিকিৎসা করা হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া রোগীদের মধ্যে ওষুধপত্র বন্টনে কারচুপিরও অভিযোগ উঠেছে। ডাক্তারগণ নির্দিষ্ট সময় অফিসে যান না এবং অতিরিক্ত সময় স্পেশাল চেম্বারে রোগীদের দেখেন। এ সকল অবস্থার ফলে রোগীরা চরম দুর্ভোগের মধ্যে কালাতিপাত করছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

উপজেলাটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নত হলেও জেলা সদরের সাথে মালামাল পরিবহনে যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিশেষ করে সড়ক পথের যোগাযোগ উন্নত হলে এ অঞ্চলের জিনিসপত্র অন্য অঞ্চলে অতি সহজে সরবরাহ করা যেত। যোগাযোগের অব্যবস্থার ফলে এ উপজেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের সুফল আজো ঘটেনি।